[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছেন বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা।

গাংনী উপজেলা প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর ভেটেরিনারি হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন খামারে গরুর সংখ্যা ৫৮ হাজার ৩৬৫টি, খাসি ছাগলের সংখ্যা ১ লাখ ৩ হাজার ৮৬৯টি, ছোট ছাগলের সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭০টি, ভেড়ার সংখ্যা ২ হাজার ৯১৭টি এবং মহিষের সংখ্যা ৬৫২টি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা প্রাণীসম্পদ হাসপাতালে সরকারিভাবে লাম্পি স্কিন (এলএসডি) রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার গরুর মৃত্যু হচ্ছে।

ভাইরাসজনিত এই রোগে আক্রান্তের মধ্যে ছোট বাছুরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ায় গরু-বাছুর নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন খামারিসহ এলাকার হাজার হাজার কৃষক।

সরকারি বরাদ্দকৃত ভ্যাকসিন না পেয়ে অনেক খামারী অতিরিক্ত দামে বাইরে থেকে ভ্যাকসিন ক্রয় করে গরুকে দিচ্ছেন। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন ডা. আলাউদ্দিন এমন অভিযোগ খামারিদের। অভিযোগ রয়েছে, তিনি বিভিন্ন ফার্মেসিতে বিশেষ সুবিধা নিয়ে গোপনে ওই ঔষধ সরবরাহ করে থাকেন।

প্রতিষেধক হিসেবে সরকারিভাবে প্রাণীসম্পদ হাসপাতালে (এলএসডি) ভ্যাকসিন বরাদ্দ দিলেও, বিভিন্ন অজুহাতে লাম্পি স্কিন ডিজিজের জন্য সরকারি কোনো ভ্যাকসিন নেই বলে খামারিদের বিদায় করছেন প্রাণীসম্পদ অফিসের ওই কর্মকর্তা।

গাংনী উপজেলায় পৌরসভাসহ ৯টি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার খামারী ও কৃষকের ঘরে প্রায় ২ লাখ গরু-বাছুর রয়েছে। বর্তমানে সেখানে লাম্পি স্কিন রোগের প্রাদুর্ভাব দিন দিন বাড়ছে।

এর মধ্যে কাজিপুর ইউনিয়নের কাজিপুর, হাড়াভাঙ্গা, সাহারনগর, ষোলটাকা ইউনিয়নের কাষ্টদহ, জুগিরঘোফা, ষোলটাকা, মিনাপাড়া, সাহারবাটি ইউনিয়নের ধর্মচাকী, ভোমরদহ, হিজলবাড়ি, ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা, যুগিন্দা, ভাটপাড়া গ্রাম এলাকায় রোগটির প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি।

এদিকে স্থানীয় কয়েকজন কৃষক জানিয়েছেন, লাম্পি স্কিন রোগ (এলএসডি) ছড়িয়ে পড়ায় খামারিসহ এলাকার হাজারো কৃষক চিন্তিত হয়ে

পড়েছেন। সরকারি হাসপাতালে ভ্যাকসিন না পেয়ে তাদের অনেকের মনে এখন ‘লাম্পি আতঙ্ক’ বিরাজ করছে। অনেক খামারী বাইরে থেকে ৩ হাজার ৭০০ টাকা দরে ক্রয় করছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন গরু খামারী জানান, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার যোগসাজশে প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আলাউদ্দিন সরকারি ঔষধ গোপনে বিভিন্ন ফার্মেসির কাছে দিয়ে সরকারি ভ্যাকসিন ও ঔষধ বিক্রি করে আসছেন।

এছাড়াও সরকারি বেতনভুক্ত প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা চিকিৎসাপত্রে নামমাত্র কোম্পানির ঔষধ এবং ভিটামিন পণ্য লিখে খামারিদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন।

ভুক্তভোগী খামারিরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. আলাউদ্দিন বাইরে ঔষধ ও ভ্যাকসিন বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে বলেন, “আমি কোনো ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রয় করিনি। যদি কেউ বলে থাকে, সেটা মিথ্যা বলেছে। সরকারি বরাদ্দকৃত ভ্যাকসিন বিনামূল্যে খামারিদের দেওয়া হচ্ছে। টাকা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।”

সরকারি ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রয়ের ব্যাপারে জানতে চাইলে উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোত্তালেব আলী বলেন, “চলতি বছর এই প্রথম লাম্পি স্কিন (এলএসডি) ভ্যাকসিন সরকারিভাবে বরাদ্দ পেয়েছি। ৫ হাজার ৪০০ ডোজের মধ্যে ৪ হাজার ৪৯৬ ডোজ গরুকে দেওয়া হয়েছে। বাকি ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলমান রয়েছে। বিনামূল্যে গরু খামারিদের এই ডোজ দেওয়া হয়েছে।”

সরকারি ভ্যাকসিন বরাদ্দ পাওয়ার আগে জরুরি প্রয়োজনে কেউ কেউ ৩ হাজার টাকা বা তার বেশি দামে ভ্যাকসিন ক্রয় করে থাকতে পারেন, যা আমার জানা নেই। গাংনী পশু হাসপাতালে টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি আরও বলেন, “প্রকল্পভুক্ত খামারির সংখ্যা ৮৪০ জন, এর মধ্যে রেজিস্টার্ড ভুক্ত খামারিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত খামারির বাইরেও এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সরকারি ঔষধ বাইরে বিক্রয়ের কোনো সুযোগ নেই। যে সকল গরুকে দেওয়া হয়েছে, সেই সকল খামারির তালিকা আমাদের কাছে আছে। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন, যদি কোনো কর্মকর্তা ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রি করে টাকা

নেয়। আর যদি কেউ প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে তার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মুজিবনগরে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার

মুজিবনগরে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন এবং গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপি-এর আয়োজনে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর তত্ত্বাবধানে এই সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিএসআইআর-এর সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. অজয় কান্তি মন্ডল এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডল।

ফিতা কেটে অনুষ্ঠান উদ্বোধনের পর অতিথিবৃন্দ প্রদর্শনীতে স্থাপিত বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

পরবর্তী সময়ে উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডলের সভাপতিত্বে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ড. অজয় কান্তি মন্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাব সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক

প্রিন্স, গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি ম্যানেজার বিপুল রেমা এবং প্রোগ্রাম অফিসার রাসেল শেখ।

প্রদর্শনীতে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ করে বিজ্ঞানভিত্তিক আবিষ্কার উপস্থাপন করে প্রথম স্থান অর্জন করে মুজিবনগর আম্রকানুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুর, এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে বাগান মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

সেমিনার শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে মাশরুম চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় মাঠ দিবস পালিত

২০২৪-২৫ অর্থবছরে “মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ” প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুরে মাঠ দিবস পালন করা হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টায় সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (খামারবাড়ি) এর আয়োজনে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ আলমগীর বিশ্বাস।

তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “মাশরুম চাষ একটি সম্ভাবনাময় খাত। এটি পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনায় মাশরুম চাষকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।”

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল

হক, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. সামসুল আলম, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক মো. শায়খুল ইসলাম, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. মনিরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার মো. ইমরান হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আলম প্রমুখ।

মেহেরপুরের তুলা চাষ সম্প্রসারণ ও চাষী উদ্বুদ্ধকরণে কৃষক মাঠ দিবস

মেহেরপুর সদর উপজেলার পাটকেলপোতা গ্রামে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের “তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পে’র অর্থায়নে তুলা চাষ সম্প্রসারণ ও চাষী উদ্বুদ্ধকরণে কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় তুলা উন্নয়ন বোর্ড চুয়াডাঙ্গা জোনের আয়োজনে পাটকেলপোতা গ্রামে দিবসটি পালিত হয়।

মেহেরপুর সদরের পাটকেলপোতা গ্রামের ৪০ জন কৃষক নিয়ে তুলা চাষে উদ্বুদ্ধকরণ ও এর সম্প্রসারণ, তোলার বীজ বপন গাছের পরিচর্যা রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমনে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার এর মাত্রা নির্ণয় তুলার ফল এর বল আকৃতি থাকা কালীন সময়ে রোগ মুক্ত করণ পদ্ধতি তোলা সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা সেন দেবাশীষ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা এস এম এজাজুল ইসলাম, বারাদী ইউনিটের কটন ইউনিট অফিসার জাকারিয়া ইকবাল।